দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 08 SEP 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... 1 ...

016

পুরান পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা

এসএসসির পুরান পাঠ্যক্রম ও নতুন পাঠ্যক্রম নিয়ে সমস্যা এখনও রয়ে গেছে। গত বছর পুরান পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা দেবার শেষ বর্ষ ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে পুরান পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা দেয়ার মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে দেয়া হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরান পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা চলতি সনে। কিন্তু মনে হচ্ছে পুরান পাঠ্যক্রমে অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের সমস্যাটি নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন মহল পরীক্ষার ফলাফল পুনরায় মূল্যায়নের দাবী জানিয়েছেন। একজন ছাত্রী চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তার পরীক্ষার ফল সম্পর্কে। একশ্রেণীর অভিভাবক পুরান পাঠ্যক্রমে আর একবার পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দানের আবেদন জানিয়েছেন।

আবেদনকারীদের এই মন্তব্য কতদূর গ্রহণযোগ্য তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই ভাল বলতে পারবেন। পরীক্ষায় পাসের হার নিয়ে অভিযোগ আমাদের দেশে নতুন নয়। এবং তুলনামূলকভাবে এবারের পাসের হার খুব একটা অস্বাভাবিকও নয়। তবুও নিঃসন্দেহে পুরান পাঠ্যক্রমের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যাটি যে ভিন্নতর তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একটি অসমর্থিত হিসাবে বলা হয়েছে এবার পুরান পাঠ্যক্রমে এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৭৫ হাজার। পুরান পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা দিতে না দিলে এদের নতুন করে দু বছর নতুন পাঠ্যক্রমে পড়ে পরীক্ষায় বসতে হবে। এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আমাদের দেশের আজকের পরিস্থিতিতে অধিকাংশ ছাত্রই নতুন পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা দিতে উৎসাহিত হবে না। এছাড়া আবার দু বছর পড়িয়ে ছেলে বা মেয়েকে এসএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার আর্থিক সঙ্গতিও অনেক পরিবারের নেই। ফলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনার পালা সাঙ্গ হবে এ বছরই। এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন মহলের তরফ থেকে পুরান পাঠ্যক্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের আর একবার সুযোগ প্রদানের আবেদন জানানো হয়েছে।

এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা জানি না। আমরা মনে করি পুরান পাঠ্যক্রম থেকে নতুন পাঠ্যক্রমে যেতে হলে এ সমস্যা বরাবরই থাকবে এবং অতীতেও ছিল। এখানে বিচার্য হচ্ছে কত কম ছাত্রছাত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন আনা যায়। এবং সেই জন্য প্রয়োজন হলে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই এ সমস্যা বিবেচনা করতে হবে। এবং সম্ভব হলে এদের পরীক্ষার সুযোগও দিতে হবে।